



তথ্যপত্র

আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ

পটভূমি

বাংলাদেশে অপরিমিত লবণের ৯৫ শতাংশ কক্সবাজারের প্রায় ২৭০০০ হেক্টর জমিতে ৫০০০০ লবণ চাষীদের মাধ্যমে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। এটি এই অঞ্চলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্প যার সাথে প্রায় ৫ লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এখনো এই শিল্প অনেকগুলো বড় প্রতিকূলতার সম্মুখীন যেমন : জমির পরিচালন ব্যয় ও শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি, বর্ষা মৌসুমে বেকারত্ব এবং মাছ চাষে (লবণক্ষেত্রে লবণচাষোত্তর মৎস্য চাষ) নিম্নমুখী উৎপাদনশীলতা। এগুলোই বাংলাদেশে লবণ চাষীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়।

একটি আশাব্যঞ্জক নতুন ধরনের মৎস্য চাষ প্রযুক্তি দেশের লবণ চাষীদের জীবিকায় একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে। ‘আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ’ প্রকল্পের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণ, প্রাথমিক জরিপ এবং কর্মশালার ফলাফলে প্রতীয়মান হয় যে, লবণ খামারে আর্টিমিয়া চাষ এবং এর মাধ্যমে চিংড়ি ও মৎস্য চাষে সম্ভাব্য প্রযুক্তিগত উন্নতি সম্পর্কে এই এলাকার লবণ/মাছ চাষীদের ধারণা নেই। ব্রাইন চিংড়ি বা আর্টিমিয়া নপলি একটি খোলসযুক্ত সন্ধিপদী প্রাণী যা সামুদ্রিক মাছ/চিংড়ির লার্ভা ও পোস্ট লার্ভা প্রতিপালনের জন্য বহুল ব্যবহৃত জীবিত খাদ্য। আর্টিমিয়ার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো জনের সুগন্ধবস্থা সৃষ্টি হওয়া যাকে “সিস্ট” বলা হয় এবং এটি মাছ/চিংড়ি/সন্ধিপদী প্রাণীর লার্ভার জন্য সুবিধাজনক, উপযুক্ত এবং উত্তম খাবারের উৎস হিসেবে বহুল পরিচিত। বর্তমানে বাংলাদেশ বছরে ৪০ থেকে ৫০ মেট্রিক টন শুষ্ক আর্টিমিয়া সিস্ট আমদানি করে যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা। আর্টিমিয়াতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন এবং ফ্যাটি এসিড থাকায় বিভিন্ন দেশে এটি মাছ চাষ ছাড়াও মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এশিয়ার বেশ কয়েকটি দেশ বিশেষ করে ভিয়েতনাম এবং থাইল্যান্ডের লবণ খামারে, আর্টিমিয়া সিস্ট এবং বায়োমাস উৎপাদনের নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সফলতা লাভ করেছে। সমন্বিত লবণ-আর্টিমিয়া উৎপাদন একটি লাভজনক ব্যবসা যা ভিয়েতনামের ভিনহ চাউ-বাক লিউ এলাকার হাজার হাজার পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করেছে।



অর্থায়নে

ইউরোপিয়ান কমিশন

সিজিআইএআর গবেষণা কার্যক্রম

জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য নিরাপত্তা

সহযোগী প্রতিষ্ঠান

- মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
- বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
- বাংলাদেশ অ্যাকুয়াকালচার টেকনোলজি ইনোভেশন প্লাটফর্ম (বাটিপ)
- লবণ চাষি সমিতিসমূহ
- বাগদা, গলদা, মাছের হ্যাচারিসমূহ
- ঘেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বেলজিয়াম
- ক্যান থো বিশ্ববিদ্যালয়, ভিয়েতনাম

প্রকল্পের সময়কাল

মার্চ ২০২০-ফেব্রুয়ারী ২০২৪

প্রকল্প এলাকা

কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা

উদ্দেশ্য

আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ প্রকল্পের সামগ্রিক লক্ষ্য/ উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুবান্ধব সঠিক উদ্ভাবন প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা। প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হলো :

- লবণ এবং আর্টিমিয়ার সমন্বিত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু করা এবং
- লবণ খামারে সামুদ্রিক মৎস্য চাষের উৎপাদন ও এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

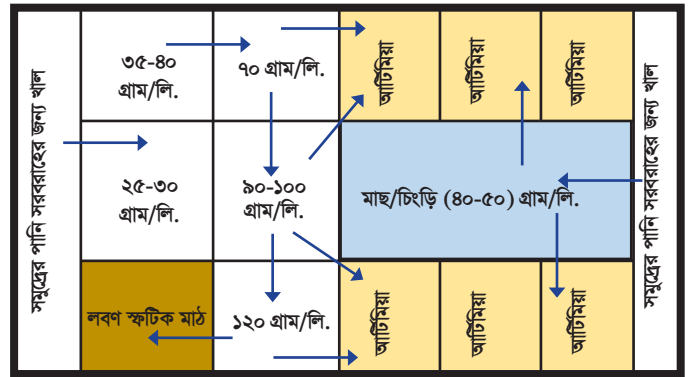
বাস্তবায়ন কৌশল

এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো প্রযুক্তির প্রদর্শন, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

- প্রযুক্তির প্রদর্শন : সমন্বিতভাবে লবণ খামারসমূহে আর্টিমিয়া (সিস্ট ও বায়োমাস) এবং মৎস্য উৎপাদন; চিংড়ি হ্যাচারিতে পানির পুনঃসঞ্চালন পদ্ধতির কৌশল;
- প্রশিক্ষণার্থীগণ : সংশ্লিষ্ট সরকারী, বেসরকারী এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ, লবণ/মাছ চাষি, হ্যাচারি টেকনিশিয়ান, সম্প্রসারণ কর্মী, স্থানীয় সেবা প্রদানকারী এবং তরুণ পেশাজীবী;
- গবেষণা এবং উদ্ভাবন : জলবায়ু-বান্ধব প্রযুক্তির উন্নয়ন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্টিমিয়া সিস্ট ও বায়োমাস প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ব্যবহার, চিংড়ি/মাছের পোনার মান উন্নত ও সহজলভ্যকরণ এবং সামুদ্রিক মাছের হ্যাচারি/নার্সারি প্রতিপালন ব্যবস্থাপনা কৌশল নিশ্চিতকরণ।

মুখ্য ফলাফল/কার্যক্রমসমূহ

- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সমন্বিতভাবে আর্টিমিয়া (সিস্ট ও বায়োমাস) এবং লবণ উৎপাদন ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা প্রমাণ;
- বাংলাদেশে সমন্বিত আর্টিমিয়া (সিস্ট ও বায়োমাস) এবং লবণ উৎপাদন ব্যবস্থা কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠাকরণের পাশাপাশি লবণ চাষিদের মাঝে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতকরণ;
- কম খরচে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্টিমিয়া সিস্ট এবং বায়োমাসের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামুদ্রিক মাছ উৎপাদন ও এর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিকরণ;
- লাভজনক মৎস্য চাষ কার্যক্রম (চিংড়ি, মাছ ও কাঁকড়া চাষ) গ্রহণের মাধ্যমে লবণ চাষিদের আয় বৃদ্ধিকরণ;
- সামুদ্রিক মৎস্য খাতের উন্নয়ন।



চিত্র ১ : একটি সমন্বিত আর্টিমিয়া-লবণ-মাছ/চিংড়ি খামারের মডেল

লক্ষ্য সূচক

- সমন্বিত লবণ-আর্টিমিয়া-মাছ প্রযুক্তির ৫০টি প্রদর্শনী খামার স্থাপন। ৫০০ জন চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ২৫০০ চাষির ১০০০ হেক্টরেরও বেশি লবণ খামার জুড়ে এই প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- দশ (১০) মেট্রিক টন আর্টিমিয়া সিস্ট এবং বিশ (২০) মেট্রিক টন আর্টিমিয়া বায়োমাস উৎপাদন;
- সমন্বিত খামারের প্রতি একক জায়গায় মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি;
- লবণ চাষিদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি;
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আর্টিমিয়া সিস্ট বা বায়োমাস ব্যবহার করে ১০০ কোটি বাগদা/গলদার পোস্ট লার্ভা (পিএল) উৎপাদন।

যোগাযোগ

ড. মুহাম্মদ মীজানুর রহমান, টিম লিডার, আর্টিমিয়া ফর বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ অফিস; বাড়ি ৪২/এ, রোড ১১৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
ফোন: +৮৮-০২-৮৮১৩২৫০। ই-মেইল: Muhammad.Rahman@cgjar.org

Citation

This publication should be cited as: WorldFish. 2020. Artemia4Bangladesh. Dhaka, Bangladesh: WorldFish. Factsheet.

Creative Commons License



Content in this publication is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0), which permits non-commercial use, including reproduction, adaptation and distribution of the publication provided the original work is properly cited.

© 2021 WorldFish.

For more information, please visit www.worldfishcenter.org